সীতানাথের বাড়ি ফেরা

(গল্পগ্রন্থ – কুশল পাহাড়ি)

সীতানাথ আজ দুমাস পরে বাড়ি যাচ্চে। ট্রেন ছাড়তেই সেআনন্দে একটা গান ধরলে গুন গুন করে। কিন্তু তখনই মনেহল, উঃ, খোকার কাছে পৌঁছুবে সে কি আজ ?বাবাঃ, আজ সারারাত ট্রেনে কাটবে। এ দু'মাস সে যে কি করে ছিল, সে-ই জানে। যখন সে চলে আসে, বাড়ির কাছে ইস্টিশান, আড়াইবছরের খোকা পিটু তার জামা আঁকড়ে ধরে বললে—বাবা, আমি তোমার সঙ্গে যাবো।

—তুই যাবি, তবে তোর মা যে কাঁদবে ?

—কাল আসব ন'টার গাড়িতে।

খোকার কাছে যত গাড়িই যায়, সব ন'টার গাড়ি। আরভবিষ্যৎ-কাল মাত্রেই 'কাল'।

—বাবা, তুইন'টার গাড়িতে যাবি ?

-হ্যাঁ।

—আমি যাবো কাল।

—মার কাছে থাকবে কে ?

কাল আসবো।

ওর মাও ওকে বুঝিয়ে বলেছিল—খোকা, তুই যাবি, আমি কার কাছে থাকবো ?

—কাল আসবো।

—না, আমি থাকতে পারবো না।

—তোমার জন্যে মুকি (মুড়কি) কিনে নিয়ে আসবো।

যেদিন আসি, সেদিন সকাল থেকে খোকা ব্যস্ত হয়েমাকে বলতে লাগলো—মা, আমার জামা দ্যাও।

—কেন রে ?

—বাবার সঙ্গে যাবো।

—কোথায় যাবি ?

—কলকাতা।

—আবার আসবি কবে ?

—কাল আসবো।

কিছুতেই ছাড়লে না খোকা, জামা গায়ে দিয়ে ইস্টিশানেএল। গাড়ি এলে বাবার কোল আঁকড়ে জামা টেনে ধরেরাখলো। এঞ্জিনটা সশব্দে প্ল্যাটফর্মে ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গেই সেবাবার জামা মোক্ষম এঁটে ধরলে—খানিকটা এঞ্জিনের ভয়ে, খানিকটা বাবা পাছে পালায় ওকে ফেলে সেই ভয়ে। তখনসে দিশাহারা হয়ে বলচে—ও বাবা, আমি যাবো, আমি ন'টারগাড়িতে যাবো—আমি তোর সঙ্গে যাবো বাবা।

গাড়ি বাঁশি দিলে। কত বোঝালে সীতানাথ, খোকার একবুলি তার আকুল কান্নার মধ্যে—আমি তোমার সঙ্গে যাবো বাবা—আমি ন'টার গাড়িতে যাবো—

গাড়ির লোক এবং স্টেশনের লোক হাসতে লাগলো ব্যাপার দেখে। সীতানাথ নির্মম ভাবে খোকার হাত জোর করেছাড়িয়ে দিলে এবং খোকাকে তার জ্যাঠতুতো ভাইয়ের মেয়েরকোলে দিয়ে ছুটে এসে ট্রেনে উঠলো। ধীরে ধীরে ট্রেন স্টেশন ছাড়লো। খোকা আছাড়ি-পিছাড়ি খেয়ে আর্তনাদ করচে বীণার কোলে—ও বাবা, আমাকে নিয়ে যা, আমি নটার গাড়িতেযাবো—আমায় নিয়ে যা—

গাড়িতে উঠে পেছন দিকে সীতানাথ চেয়ে দেখলেখোকাকে।

ক্রমে ওর মূর্তি মিলিয়ে গেল। স্টেশন দূরে চলে গেল।

সীতানাথের চোখ জল ভরে এসেচে। পাছে গাড়ির লোক টের পায়, সে জানলার বাইরে চেয়ে রইল। একজন কেবললে—আপনার ছেলে বুঝি ?

—হ্যাঁ ।

অপরিচিত লোকের সঙ্গে এ নিয়ে বেশি আলোচনা করবার ইচ্ছে নেই সীতানাথের। তা ছাড়া তখন কান্নায় তার গলার স্বর আড়ষ্ট। সে তাড়াতাড়ি জানলার বাইরে চেয়ে যেন মনোযোগের সঙ্গে আকাশের মেঘ লক্ষ্য করতে লাগলো।নইলে তার চোখের জল সবাই টের পেয়ে যাবে। সকলেভাববে, ছেলেকে ফেলে রেখে আসতে হল বলে অত বড়মানুষটা কাঁদচে ! এরা কি কিছু বুঝবে তার মনের ব্যথা ?এরা কি বুঝবে খোকাকে ছেড়ে থাকতে হবে বলে কাল সারারাততার ভালো ঘুম হয়নি ?কাল সারাদিন খোকাকে সে কাছছাড়াকরেনি, খোকাও তার কাছাছাড়া হয়নি। কেবল বলেচে—বাবা, কাল তোর সঙ্গে আমি ন'টার গাড়িতে যাবো। নিয়ে যাবি তো ?

—কেন, তুই মার কাছে থাকবি।

—না, তাহলে আমি কাঁদবো।

—তোকে না দেখলে তোর মা কাঁদবে।

—কাল আসবো !

—রাত্রে কার কাছে শুবি ?

—তোর কাছে।

—খাবি কি ?

—মুকি।

দু'তিনটে স্টেশন গেল সীতানাথের কান্না সামলাতে।ওকে না দেখে খোকা এই দুমাস কেমন করে থাকবে ?ওইবা কেমন করে থাকবে খোকাকে না দেখে ?চাকরিতেও ছুটি পাবে না, বা তেমন অবস্থাও নয় যে অতদূর থেকে খোকাকেসে দেখতে আসবে।

এ দু'মাসের প্রত্যেকটা দিন প্রত্যেকটা মুহূর্ত সে খোকার কথা ভেবেচে। এক এক সময় বড় অসহ্য হত, হাতের কলম ফেলে দিয়ে সে চোখের জল চাপতে বাইরে এসে দাঁড়িয়ে থাকতো সে সময়। একদিন তার মুখ দিয়ে যন্ত্রণার চোটে উঃশব্দ বেরিয়ে গিয়েছিল। পাশে নলিনী গুহ বসে, সে ওর মুখেরদিকে চেয়ে বললে—কি হল ?

ও বললে—পেটে বড় যন্ত্রণা হচ্চে ভাই।

—পেটে ?কি খেয়েছিলেন ?

—ইলিশ মাছ।

—তাই। নরেশবাবুর কাছ থেকে হোমিওপ্যাথিক ওষুধএক ডোজ খেয়ে আসুন না ?বড্ড কষ্ট হচ্চে ?

—এখন একটু কম।

মহা মুশকিল। কিছু ভাববারও জো নেই লোকের মাঝখানে বসে। খোকার কথা ওদের কাছে বলে লাভ নেই।ওরা কিছুই বুঝবে না। তার মনের সে নিদারুণ কষ্ট—শুধু দাঁতবের করে হাসবে।

খোকা অত ভালোবাসে কেন তাকে ?খেলা করবে, নিজের বয়সী ছেলেমেয়ে কত এসেচে—তাও বলবে, বাবাখেলা করবি আয়—

—তোরা খেল্।

—না বাবা—আয়, খেলা কর্বি।

ওর কাপড় ধরে টেনে নিয়ে খেলায় নামিয়ে তবে ছাড়বে। খাবার সময় তার হাতে ভিন্ন খাবে না। কোথাও যেতে দেবে না। জামা গায়ে দিলেই অমনি হেসে বলবে—বাবা, বেড়াতে যাবি ?আমায় নিয়ে যাবি তো ?

—চলো।

—আমায় বকবি নে তো ?

একবার খোকাকে নিয়ে বেড়াতে গিয়ে কি কারণে ওকেএক চড় মেরেছিল। খোকা সেই কথা মনে করে রেখে দিয়েচে।বাবার সঙ্গে বেরুবার আগেই বলবে—আমায় বক্বি নে তো ?

—না বকবো না, চল।

—আমায় মুকি কিনে দিস।

—দেবো।

—এক পয়সার মুকি।

—আমায়কিকিনে দিবি ?

—এক পয়সার মুকি কিনে দেবো। কাল কিনে দেবো।

—তাই দিস।

কতদূর গাড়ি এল ?মোটে বারহারোয়া ?গাড়ি যেন আরচলচে না। ঘুমুবার চেষ্টা করে দেখলে সীতানাথ। ঘুমুলেই অমনি খোকা এসে হাসিমুখে সামনে দাঁড়ায়। ওর মুখ যেন স্পষ্টমনে হয় না। যেন ভুলে গিয়েচে খোকার মুখ। কতক্ষণে গাড়িটা গিয়ে পৌঁছবে ?

আজ পনেরো-কুড়ি দিন দেশের চিঠি পায়নি। কেন এমনহল, দু'তিনখানা পত্র দিয়েচে তারও কোনো উত্তর পায় নি।

এমন তো কখনো হয় না।

ওঃ, এ ক'দিন সাহেবগঞ্জে কি ছটফট করেই কেটেছে !

রোজ ভেবেচে। দিন গুনেচে। আর কদিন আছে ? আর সাতদিন। আর ছ'দিন। আর পাঁচদিন। দিন যেন আর যেতে চায়না।

এক একটা দিন এত লম্বা হয় কেন ?

আগে তো দিনগুলো আসতো আর যেতো—তত বোঝা যেতো না যে দিনগুলো এত লম্বা হয়। তারপর গতকাল রাতে যখন সে বিছানায় শুতে গেল—তখন সে শুধু প্রতীক্ষা করেচে কতক্ষণে সকাল হবে। ভালো ঘুম হয় নি। জানালা দিয়ে চেয়ে দেখেচে ঘুম ভেঙে উঠে। একবার উঠলো, তখন ঘড়িতেটং টং করে বাজলো দুটো। একবার উঠলো, তার কিছু পরেবা জলো তিনটে।...এক ঘুমে রাত ভোর হয় অন্য দিন—আজএমন হয় কেন ?আবার ঘুমুলো। তখন চেয়ে দেখলো জানালা দিয়ে বাইরে চমৎকার জ্যোৎস্না। প্রথমটা জ্যোৎস্না বলে বোঝাযায় নি, ভোরের আলো বলে মনে হল...ওর বহুপ্রতীক্ষিত প্রত্যুষটি...যেদিন ও বলতে পারবে, আজ আমার খোকার কাছেযাওয়ার দিন। কিন্তু না, ওটা শেষরাতের জ্যোৎস্না...সকালেরএখনো বিলম্ব আছে। টং টং করে বাজালো চারটে একটুপরেই। এইবার সে ঘুমুবে—এইবার উঠে দেখবে সকাল হয়েগিয়েছে...দু'মাসের আকুল

প্রতীক্ষার সেই সকালটি, যে সকাল কোনোদিন আসবে বলে বিশ্বাসই হয় নি ওর। যে সকাল ছিলকামনার সপ্ত সমুদ্রের পারে—তা এল ওর চোখের সামনে রূপধরে, সত্যিকার পাখিডাকা সেই অপরূপ সকালটি।

তারপর কত কষ্টে সকাল হল।

আজ সে রওনা হবে খোকার কাছে।

পৃথিবীতে এমন অপূর্ব সকাল নামে !

ট্রেন কতদূর এল ?গাড়ির মধ্যে বড় গরম। ঘুম আসে কই ?সীতানাথ শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলো নৈহাটি থেকে খোকার জন্যে নিতে হবে লেবেঞ্চুস, খেজুর। কোনো একটা খেলনা। একটা জামা। স্ত্রীর জন্যে একখানা কাপড়। খোকা কেমন বলতো কোন্ জায়গা থেকে ফিরলে—বাবা, কোথায় গিইলে ?

—অমুক জায়গায়।

—আমার জন্যে কি আনলি ?মুকি ?

ভালো কথা। ও মুড়কি বড় ভালোবাসে, মুড়কি কোথাথেকে নেবে ওর জন্যে ?রানাঘাটের মুড়কি ভালো, সেখানথেকেই নেবে।...

আর কি খাবার নেওয়া যাবে ?খোকার জন্যে কিছুরসগোল্লা?

আবার সীতানাথ ঘুমিয়ে পড়লো।..

নৈহাটি পৌঁছে গেল গাড়ি। রানাঘাটের ট্রেনের এখনোঅনেক দেরি। হাত-মুখ ধুয়ে সে চা খেয়ে নিলে। তারপর খোকার জন্যে বাজার করলে। ট্রেন এল বেলান'টায়।তখুনি সে উঠে বসলো।... ট্রেনগুলো আজকাল এমন আস্তে আস্তে যায় !স্বাধীনতা লাভের পর সব গোলমাল হয়ে গিয়েচে। আগেকার ট্রেন অনেক জোরে চলতো। এক একটা স্টেশনে যদি বা দয়া করে থামে—ছাড়তে আর চায় না। তাড়াতাড়ি ঘণ্টা দিয়ে দেনা কেন বাপু ?এত কি তোমাদের কাজ ?

"চাই কেক্, ভালো কেক্ ?এতে আছে মাখন, ডিম, কিশমিশ, বাদাম, পেস্তা। বাজারে যার দাম দু আনা, আমাদেরকোম্পানি প্রচারের জন্যে তাই দিচ্চে এক আনায়। বাড়িতে ছেলেমেয়েদের জন্যে নিয়ে যান, আগে খান পরে দাম। ভাই সকল, ভালো কেক্, প্রতুল কোম্পানির ইংলিশ কেক্ !"

—এই কেক্ ! এদিকে এসো। কত দাম ?ভালো হবে তো ?

নিয়ে যান না মশায়। এই গাড়িতে আজ এক বছরধরে আমি কেক্ বিক্রি করচি। সবাই আমায় জানে। প্রতুল কোম্পানির কেক্ বললে সবাই চেনে। ভালো না লাগে লাইনের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিন, দাম ফেরত দেবো—

—আচ্ছা দাও চারখানা। চোদ্দ পয়সা দিই—

খোকা এ জিনিস কখনো খায় নি। পাড়াগাঁয়ের শিশু—সে চিনেচে শুধু মুড়কি। বড় খুশি হবে। এ কোন্ স্টেশন ?এখনোমদনপুর আসে নি ?নাঃ, এদের নিয়ে আর পারা গেল না !এঞ্জিনের কয়লার আঁচ কি নিবে গেল নাকি ?

রা-না-ঘা-ট !...

তাড়াতাড়ি নেমে পড়লো সে। ওদিকের লাইনের গাড়িরকত দেরি ?আচ্ছা আগে মুড়কি-টুড়কি কেনা যাক না ? পাকাকলা বিক্রি হচ্চে। খোকা কলা খেতে ভালোবাসে। একবারখোকা বলেছিল—আমাকে একটা পয়সা দিয়ো।

—কেন রে খোকন ?

—আমি তোকে কলা কিনে দেবো।

হায় রে ! খোকা, তুই জানিস নে, এক পয়সায় আজকাল কোন্ জিনিসটা পাওয়া যায় ?তুই সেকেলে সরল শিশু, কিছুই বুঝিস নে। সাড়ে তেরো আনা গেল মুড়কি আর কলা কিনতে।

তাও মাত্র চারটি পাকা কলা খোকনের জন্যে। পাঁচ পয়সা করে এক একটি কলা।

মুশকিল হল টিকিট করতে এসে। ওর মাথায় আকাশভেঙে পড়লো। বন্যার জলে হরিনারাণপুরের নীচে কোদলানদীর পুল ভেঙে গিয়েচে—লাইনের ওপর জল। ট্রেন চলাচলআজ তিন দিন বন্ধ আছে। কবে খুলবে তা কেউ বলতে পারলেনা। দেশ বন্যাতে নাকি ভেসেগিয়েচে।

সর্বনাশ ! সীতানাথের কান্না এল প্রায়। এখন সে কিকরে ?তিন দিন সে থাকবে কোথায় ?তাকে তাহলে আবার সাহেবগঞ্জে ফিরে যেতে হবে।

কত জিনিস যে খোকার জন্যে কিনেছিল। মুড়কি, কলা, লেবেঞ্চুস। সে সব কি হবে ?

একজন লোকের সঙ্গে হঠাৎ ওর দেখা হয়ে গেল। তারমুখে ও শুনলে চূর্ণী নদীর ঘাট থেকে নৌকো ভাড়া পাওয়াযায় ওদিকে যাওয়ার জন্যে। সে নিজে যাবে কোলাকুলবেড়ে গ্রামে। সীতানাথের গ্রাম কুলবেড়ে থেকে কোলা-কুলবেড়েপাঁচ ছ'ক্রোশ উত্তরে। একখানা নৌকো ওরা ভাড়া করলে চুর্ণীনদীর ঘাট থেকে।

বেলা ন'টার সময় নৌকো ছাড়লো। মাঝির মুখে শুনলে তাদের গাঁয়ের দিকে বন্যা নেই। হরিনারাণপুরের নীচেপুল ভেঙেচে কোদলা নদী ও ভাঙড় নদীর বানে। মাঝিকে বললে—কতক্ষণে কুলবেড়েতে ভেড়াতে পারবে ?

—তা কি বলা যায় বাবু ?জলের কাণ্ড ! সাঁজ হতি পারে।

চূর্ণী নদীর জলে ঢল নেমেচে। রানাঘাট টাউন ছাড়িয়েদুধারে পাড়াগাঁ। ভাদ্রের নদী কূলে কূলে ভর্তি, বাবলা গাছেহলদে ফুল ফুটেচে, বুনো কচুর লম্বা লম্বা ফুল ফুটেচে জলেরধারে। আউশ ধান কাটচে চাষিরা নদীর দুধারে হলদে ক্ষেতে।সীতানাথ চূর্ণী দিয়ে নৌকো করে জীবনে প্রথম এল এদিকে।মাঝে মাঝে গ্রামের ঘাটে মেয়েরা ঘড়া ভরে জল নিয়ে ভিজে কাপড়ে ডাঙায় উঠচে, বাঁশবনের পথে অদৃশ্য হয়ে যাচ্চে। ওর বেশ লাগছিল। কালকাসুন্দির ফুলে নদীর ধার ছেয়ে গিয়েচেএক এক জায়গায়। কাশের ফুল বর্ষার হাওয়ায় দুলচে। সাদাকাশফুলে বনবনানী নদীতীর যেন শুভ্র বর্ণের হাসি হাসচে ! নীলআকাশ। গাংচিল ছোঁ মেরে মাছ ধরচে। জেলেরা দোয়াড়িপাতচে জলে নেমে।

ও জিগ্যেস করলে—কি মাছ হবে হ্যাঁগা ?

—চিংড়ি। নৌকো কোথাকার ?

—রানাঘাটের।

-কনে যাবে ?

এবার সীতানাথকে কথা বলতে না দিয়ে মাঝি ধমক দিয়েবললে—তোমার সে খোঁজে দরকার কি ?যেখানেই যাই !

লোকটা অপ্রতিভের সুরে বললে—ওমা, তা জিগ্যেসকরলিও দোষ !

ক্রমে বেলা পড়ে গেল। বাঁশবনে সোনার সড়কির মতো নতুন বাঁশের কোঁড় নীল আকাশে ঠেলে উঠচে চারিদিকে।বনধুধুলের হলুদবরণ ফুলের পাপড়িতে পাপড়িতে প্রজাপতিরনৃত্য। বনসিমের নীল ফুল ঝোপের মাথায় ! অনুকূল স্রোতে তরতর বেগে নৌকো চলে যাচ্ছে। মাঝির জন্যে এক গাঁ থেকেওরা মুড়ি কিনে দিলে, নিজেরাও দুটো খেয়ে নিলে।

-হ্যাঁ মাঝি, কুলুবেড়ে আর কতদূর ?

—এখনো দূর আছে। পানাচতের বাঁওড়ে গিয়ে পড়বো। তারপর কুলবেড়ে।

সন্দে হবে ?

—সন্দের পর একদণ্ড রাত্তির হবে।

একটা গাঁয়ের পাশে কি গাছে মাকাল লতার ফল পেকেটুকটুক করে দুলচে। হঠাৎ ওর মনটা কেমন করে উঠলো।সেবার ওদের গ্রামে পুরনো ডুমুরগাছে মাকাল ফল পেকে অমনিধারা লাল টুকটুক করছিল। তখন পিটু আরো ছোট। ও বললে—ওই দ্যাখ খোকা। ইবু (লেবু)।—

খোকা বললে—ইবু দিবি বাবা ?

—দাঁড়া পাড়ি।

—পাড়ো। আমি কাল ইবু দিয়ে ভাত খাবো।

—খেও।

—আমায় বকবি না তো ?

-না।

—কাল ইবু দিবি ?

—এখনই দিচ্চি, আবার কাল কেন ?দাঁড়া। একটা কঞ্চি পাচ্চি নে—বড় উঁচু।

মনটার মধ্যে কেমন করে উঠলো। মাঝিকে বললে— গোটাকতক পাকা মাকাল ফল নিলে হত—থামাও নৌকো—

—ও কি হবে বাবু ?

—কিছু না। ছেলেপুলেরা খেলা করবে।

—চলুন আগে অনেক আছে। এখন বেলা পড়ে গিয়েচে, বন-ঝোপের মধ্যে নামে না।

মনে পড়লো কোনো দোষ করে ফেলে খোকা ওর কাছেএসে ভয় ভয়ে বলতো (যেমন সেবার ওর হাতঘড়িটা নিয়ে নাড়তে গিয়ে হঠাৎ হাত থেকে ফেলে দিয়ে এবং মায়ের বকুনি খেয়ে)—বাবা, আমি দুত্তু করিনি—আমি ভালো ?

—খুব ভালো। তুমি দুত্তু করনি তো ?কে দুত্তু করে তবে ?

—না। রবি দুত্তু করে, চন্দন দুত্তু করে। বাবা, আমিভালো ?

—খুব ভালো। ঘড়িটা কে ভেঙেচে ?

—মা।

—ও, বটে !

একবার খোকার টাইফায়েড হয়েছিল। জ্বরের ঘোরে সেকেবল বলতো—বাবা, অসুখ সেরে গেলে ভালো তেল মেখে নদী থেকে নেয়ে আসবো—

সীতানাথের বুক কেঁপে উঠতো। নদীতে নাইবার কথা বলচে কেন ?এটা কি খারাপ লক্ষণ ?

জ্বরের ঘোরে কেবল ডাকতো—বাবাই—ও বাবাই—

—এই যে খোকা—

-বাবাই, আমার কাছে বোস্। কোথাও যাস নে।

আবার খানিক পরে বালিশ থেকে মুখ উঠিয়ে বলতোবাবাই, নয়েচ তো ?

—আছি।

—শুয়ে নয়েচ নাকি ?

—বসে আছি !

—থাকো। আমি ঘুমুই

—ঘুমোও।

কি একটা দুর্গন্ধ বেরুলো হঠাৎ। মাঝি ও তার সহযাত্রী নাকে কাপড় দিলে। বললে—কিসের গন্ধটা হে ?

মাঝি কিছু না বলে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে। ডাঙারদিকে শিমুলতলায় জলচুড়ির দামে একটা মড়া আটকে রয়েচে। পা-খানা উঁচু হয়ে আছে আকাশের দিকে। হাঁটু মুড়ে যেন দুপুরের আহারের পর বিশ্রাম করচে। একটা চওড়া ঘাসেরডগা ওর সাদাটে ছাতা-ধরা হাঁ-করা মুখের মধ্যে। মড়াটারওপরকার ডাঙার শিমুল গাছটাতে শকুনি বসে।

ওর মনটা ছাঁৎ করে উঠলো। এসব বড় অলক্ষণ। কেনওটা দেখলে সে ?এই ভরা সন্দেবেলাতে ওটা দেখবার কিদরকার ছিল ?

বামে শব শিবা কুম্ভ,

দক্ষিণে গো, মৃগ, দ্বিজ।

আচ্ছা মড়াটা যখন প্রথম দেখলো তখন মড়াটা ওর কোন্ দিকে ছিল ?বাঁ দিকে ?বাঁ দিকে না ডান দিকে ?না, বাঁদিকেই।

—এই বাবু চন্দনতলার ঠাকুরবাড়ির ঘাট।

—সে কি ! তাহলে তো বেশি দূর নেই !

মনে মনে সে চন্দনতলার জাগ্রত কালীঠাকুরের কাছেকত প্রার্থনা করলে। খোকা যেন ভালো থাকে, গিয়ে যেনওকে ভালো দেখতে পায় সে। আর বেশি দূর নেই। ওর বুকেরকাছে কি যেন দুলে উঠলো। আকাশে সপ্তর্ষিমণ্ডলের অগ্নিরেখা বিরাট প্রশ্ন নিয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। এসে গেল ওদের গ্রামের ঘাটে। এবার খোকার সঙ্গে দেখা হবে।

কতদিন খোকাকে সে দেখেনি। ওর মুখ আর স্পষ্ট মনে পড়ে না। খোকার মুখ যেন সে ভুলে গিয়েছে। খোকার মুখেরকথা এতদিন যেন আরব্য রজনীর উপকথা ছিল—আজ তা কি এতকাল পরে বাস্তবে রূপ নেবে ?সত্যিকার খোকা ওর সামনেএসে দাঁড়াবে ?স্বপ্নের খোকা নয়, কত বিনিদ্র রজনীর স্বপ্নেরসঙ্গে তার তফাত থাকবে তো ?এই পরম মুহূর্তটির জন্যে যেনবিশ্ব সৃষ্টি। সমস্ত বিরাট নভোমণ্ডলের ঘূর্ণমান নেবুলা-রাজি, মৃগশিরা, সপ্তর্ষি, শুকতারা, কালপুরুষ সব নিজ নিজ কক্ষে ভ্রমণশীল, শুধু তার এই পরম মুহূর্তটি সম্ভব ও সার্থক করেতুলবার জন্যে। নইলে ওসব অসার, মিথ্যে, অর্থহীন। প্রেম নেই যে বিশ্বে, সেটা আবার কি একটা বিশ্ব ?সে ধূমভস্ম হয়েমহাব্যোমে মিলিয়ে যাক না, কে দেখচে ! কিসের সার্থকতা ওরঅস্তিত্বের ?সর্বংসহা ধরিত্রীমাতার কোলে যাপিত এই মধুরমুহূর্তগুলি প্রেমের বাণীর দিক থেকে দিগন্তরে, নীহারিকা থেকেনীহারিকান্তরে, এক নাক্ষত্রিক দ্বীপ থেকে দ্বীপান্তরে ছড়িয়েপড়ছে, তাই বিশ্ব বেঁচে আছে, বিশ্ব দীর্ঘজীবী হয়ে আছে।নতুবা বিশ্ব নাভিশ্বাস তুলে খাবি খেতো।

ওদের পাড়ার ঘাটে নৌকো লাগলো। কচুবনে ঝিঁঝি ডাকচে। অন্ধকার বাঁশবনের মধ্যে দিয়ে পথ। শেয়াল ডাকলো কেন ?শেয়াল ডাকা কি ভালো ?জোনাকি জ্বলচে তেলাকুচোরঝোপে।

নিমাই জেলের সঙ্গে দেখা, সে জাল কাঁধে নিয়ে নদীরদিকে যাচ্চে। বললে—কেডা যায় ?

ও বললে—আমি সীতেনাথ। নিমাই ভালো আছ ?

—কে, খুড়োমশায় আলেন ?ভালো আছেন ?

নিমাই যেন দ্রুতপদে চলে গেল। আর কোনো কথাবললে না কেন ?বাড়ির সবাই ভালো আছে তো ?নিমাই অততাড়াতাড়ি চলে গেল কেন ?যেন সামনে থেকে পালিয়ে যেতেপারলে বাঁচে ! হয়তো তা নয়—হয়তো ওর মাছ ধরবার সময়বয়ে যাচ্ছে, এই জন্যেই সে ছুটেচে নদীর দিকে।

এই তো কাঁটালতলা দিয়ে রাস্তা। সামনে শম্ভুচক্কত্তির বাড়ি। শম্ভুদা চণ্ডীমণ্ডপে দাঁড়িয়ে ছিল। বললে—কে ?সীতেনাথ ?বাড়ি এলে ?নৌকোয় ?

—হ্যাঁ দাদা !

—আচ্ছা যাও।

আর কিছু বললে না কেন শম্ভুদা ?বাড়িতে খোকা কেমনআছে এ কথা জিগ্যেস করতে সাহস হল না ওর। আচ্ছা, শম্ভুদার মুখে একটা—কি একটা ঢাকবার চেষ্টা করচে বলে মনে হল না ?

বামে শব শিবা কুম্ভ,

দক্ষিণে গো, মৃগ, দ্বিজ।

মড়াটা তখন কোনদিকে ছিল, যখন ও প্রথম মড়াটাকেদেখলে?

ঐ তো বাড়ি। অন্ধকার মতো কেন ?আলো জ্বলছে না কেন রান্নাঘরে ?ওর পা বেজায় ভারী হয়েগিয়েচে। পা আর চলচে না। গলা আড়ষ্ট হয়ে আর সুর বার হচ্চে না। বাড়িতে সুধা আর খোকা আর একটা ঝি ছাড়া আর কেউ থাকেনা ! কার নাম ধরে ডাকবে ?ঝিয়ের না সুধার ?না খোকনের ?..

...না, পা এত ভারী কেন ?ডাকতে গিয়ে গলা দিয়ে সুরবার হয় না কেন ?সারা পথ সাহেবগঞ্জ থেকে আজ দুদিন একরাত্রির আকুল প্রতীক্ষার পরে নিজের ঘরের দোরে এসে প্রাণের ধারা শুকিয়ে গেল কেন ?কি হয়েছে বাড়িতে ? নিমাই জেলে কথা বললে না কেন ?শম্ভু চক্কত্তির সঙ্গে এতকাল পরে দেখা, সেও ভালো করে কথা কইলে না কেন ?

বাঁশবন, তেঁতুল গাছের নীচে অন্ধকার বাড়িটা ওর আড়ষ্টমুখের ও মরা ছাগলের চোখের মতো অর্থহীন চোখের দিকেচেয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল।

কোনো কথা বললে না।

তেঁতুলের ডালে লক্ষ্মী-পেঁচার কর্কশ আওয়াজ। সঙ্গেসঙ্গে ঝটপট করে উড়ে যাওয়ার শব্দ।

চমকে শিউরে উঠলো সীতানাথ।

এমন সময়ে পথের ওপর আলো এসে পড়লো। কারা আসচে ওদিক থেকে ?গলার স্বর শোনা যাচ্চে !

সুধার গলা যেন ?

পরক্ষণে বিনোদের মা ঝিলণ্ঠন নিয়ে পথের সামনে এসে পড়লো। পেছনে সুধা ও তার কোলে খোকা। লণ্ঠনের আলোতে দেখা গেল স্পষ্ট। বিনোদের মা চেঁচিয়ে বলে উঠলো—ও মা,এ যে দাদাবাবু অন্ধকারে এখানে দাঁড়িয়ে ! আমরা গিইলামরায়-বাড়ি সত্যনারায়ণের সিন্নির পেসাদ পেতে বাড়ি চাবিদিয়ে—

আর কোনো কথা ওর কানে গেল না।

খোকা হঠাৎ অবাক হয়ে ওর দিকে চেয়ে দেখছিল।পরক্ষণেই সে মা'র কোল থেকে নেমে দৌড়ে হাত বাড়িয়েওর দিকে ছুটে আসতে আসতে বললে—বাবা-ও বাবা—তুইকোথায় গেইলি ?আমার জন্যে মুকি এনেচ ?...ও বাবা—

তারপরে ওর গলা দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলো, সীতানাথনীচু হয়ে ওকে কোলে তুলতে গেল। খোকা আদরের সুরেবললে—বাবাই—মুকি এনেচ বাবাই?